দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখিত প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

নুরজাহান নাটকের মূল ইতিবৃত্তভাগ আমি প্রধানতঃ ডো সাহেব প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে লইয়াছি। জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী হইতেও কতক সাহায্য পাইয়াছি। তবে তাহার উপর অধিক নির্ভর করিতে পারি নাই। কেন না, মানুষের আত্মদোষ গোপন ও আত্মগুণ অতিরঞ্জনের প্রবৃত্তি এতাদৃশ প্রবল ও সার্ব্বজনীন, যে তাহার আত্মসমালোচনার কথা দূরে থাকুক, স্ববিবৃত ঘটনাগুলি পর্য্যন্ত, অতথ্য দোষে দূষিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

মৎ প্রণীত অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটক হইতে নুরজাহান নাটকের অনেক বিষয়ে প্রভেদ লক্ষিত হইবে।

প্রথম প্রভেদ এই, যে আমি এই নাটকে দেবচরিত্র সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করি নাই। আমি এই নাটকে দোষগুণ সমন্বিত মনুষ্য চরিত্র অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। আমার এক সুধী ও প্রাজ্ঞ বন্ধুবর একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন—"তোমার, গৌতম, প্রতাপ সিংহ, দুর্গাদাস সব দেবতা; দেখিতেছি তুমি কল্পনার সুবর্ণ রাজ্যে উড়িতেছ; একবার বাস্তব জগতে নামো দেখি;—মনুষ্য চরিত্র দেখাও—যাহা দেখাইয়া সেক্সপীয়র অমর হইয়াছেন"। কথাটি সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও, কতক পরিমানে গ্রাহ্য বলিয়া বোধ হইল। আদর্শ চরিত্রের সহায়তা যথেষ্ট আছে; সেক্সপীয়রও সেরূপ চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তবে নুরজাহান নাটকেই আসফের কথায় বলা যায়, যে "সে সব স্বর্গের কাহিনী; আমরা মর্ত্তের মানুষ সেটা সম্যক্ ধর্ত্তে পারিনে।" তাহাতে ভক্তির উদ্রেক করে বটে; কিন্তু সহানুভূতি উদ্রেক করিতে হইলে, উচ্চ মনুষ্যচরিত্র দেখানো চাই। সেইরূপ চরিত্র আমরা সহজে ধারণা করিতে পারি ও তাহার দ্বারা আরো সহজে শিক্ষা পাই।

দ্বিতীয় প্রভেদ এই, যে এই নাটকে বাহিরের যুদ্ধ অপেক্ষা ভিতরের যুদ্ধ দেখাইতেই আমি আপনাকে সমধিক ব্যাপৃত রাখিয়াছি। পূর্ব্বে যে তাহা দেখাইতে প্রয়াস পাই নাই, তাহা নহে। অহল্যায়, সূর্যমলে, শক্তসিংহে, মেহেরুন্নিসায় ও ঔরংজীবে সে অন্তর্বিরোধ বোধহয় কতক পরিমাণে দেখাইয়াছি। কিন্তু নুরজাহানে সেটি দেখাইবার যতখানি প্রয়াস পাইয়াছি, ততখানি প্রয়াস ইতিপূর্ব্বে কখনও পাই নাই। নুরজাহানের মনের উপর দিয়া প্রবৃত্তির উপর প্রবৃত্তির ঢেউ চলিয়া যাইতেছে; পাঁচ ছয় প্রকার ভাব আসিয়া উপর্য্যুপরি তাহাকে অধিকার করিতেছে। সেইজন্য চরিত্রটি বিশেষ জটিল হইয়াছে। জনসাধারণের কাছে বিশেষতঃ কোন কোন সমালোচকের কাছে এ চরিত্রটি বোধ হয় একেবারে দুর্বোধ্য বা অস্বাভাবিক ঠেকিবে। কিন্তু সেই জন্য যে সব চরিত্র সেই সব সমালোচকও বুঝিতে পারেন, কেবল যে সেই চরিত্রই অঙ্কিত করিতে হইবে, উহার কোনও কারণ নাই। তাঁহাদের চিত্ত বিনোদনার্থ অন্যান্য অনেক নাটক আছে; তাঁহারা তাহাই পড়ুন।

তৃতীয় প্রভেদ এই যে, আমি এই নাটকে দ্বিতীয় ব্যক্তির সমক্ষে কাহারও স্বগতোক্তি একেবারে বর্জ্জন করিয়াছি। আমার পূর্ব্বতন নাটকেও তাহা কদাচিৎ ব্যবহার করিয়াছিলাম। কিন্তু এ নাটকে তাহা দূষিত প্রথা বলিয়া সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াছি। একজনের এরূপ চীৎকার করিয়া স্বগতোক্তি, যারা সমস্ত শ্রোতৃগণ শুনিতে পাইতেছেন; কেবল তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান নট বা নটীই শুনিতে পাইতেছে না — এ অনিবার্য্য ব্যাপার আমার কাছে একটু হাস্যকর ঠেকে। স্বীকার করি, যে এই প্রথা বর্জ্জনের ফল এই দাঁড়ায় যে শ্রোতৃমন্ডলীর কাছে কিঞ্চিৎ উহ্য থাকিয়া যায়। উদাহরণতঃ এই নুরজাহানেই, লয়লার "কেন ঝরে বারিধারা" গানটি শুনিয়া নুরজাহান ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এখানে যদি এরূপ এক স্বগতোক্তি থাকিত, যে—"একি! ঠিক আমার মনের অবস্থা!—তাইত—জানলে কেমন করে?" তাহা হইলে তাঁহার ক্রুদ্ধ হইবার কারণটি হয়ত আরো শীঘ্র বোঝা যাইত। কিম্বা, যখন চতুর্থ অঙ্কে নৃত্যগীতের পরে জাহাঙ্গীর জিজ্ঞাসা করিলেন, "নুরজাহান তুমি দেবী না মানবী?" নুরজাহান কহিলেন "আমি পিশাচী।" ইহার পূর্ব্বে যদি একটি নুরজাহানের স্বগতোক্তি থাকিত—"কি অধম আমি—নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এক বিবেকী পুরুষকে কামী, বিলাসী, পশুবৎ হীন করে, ফেলছি—তাকে জাহান্নামে দিচ্ছি—কি অধম আমি!" — তাহা হইলে "আমি পিশাচী" এই উত্তরটি শীঘ্র বোঝা যাইত। কিন্তু আমার ধারণা, যে আমাদের রঙ্গালয়ের দর্শকদিগের এরূপ শিক্ষা আছে, যাহাতে এটুকু না বলিলেও তাঁহারা বুঝিতে পারেন।

আমি এই নাটকে যাহা যে প্রকার সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছি তাহারই উল্লেখ করিলাম। আমার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ (১) প্রকৃত মনুষ্য চরিত্র অঙ্কিত করা; (২) অন্তর্বিরোধ দেখানো, ও (৩) প্রকাশ্যে স্বগতোক্তির সাহায্য না লইয়াও প্রত্যেক চরিত্রের ভাব ও কার্য্যাবলি সম্যক্ পরিস্ফুট করা। উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সহৃদয় সুধীগণের বিচার্য্য।

পরিশেষে আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে একটি দান স্বীকার করিয়া লই। এই নাটক প্রণয়নে আমি আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত, আই, সি, এস, মহাশয়ের নিকট অনেক উপদেশ ও শিক্ষা পাইয়াছি। তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে নুরজাহানকে আমি কখনই সাধারণ সমক্ষে এ ভাবে দাঁড় করাইতে সমর্থ হইতাম না।

বিনীত

গ্রন্থকার